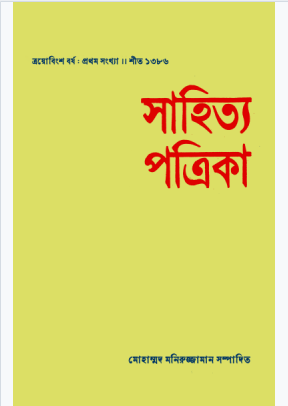

Vol. 23 | No. 1 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ

Volume	23
Issue	1
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nilima Ibrahim
Published online	December 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v23i1.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i1.9
Pages	210-214
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচিতি

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ।। নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৭৮। প্রকাশক : মণ্ডল বুক হাউজ, ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯১। মূল্য : কুড়ি টাকা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু তথ্য পাওয়া যায়, ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত রচিত "ভক্ত ভৈরব গিরিশ চন্দ্র" গ্রন্থে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমরা পাই, কিন্তু সেখানে গিরিশচন্দ্র মুখ্য, রামকৃষ্ণ কৃপালাভে ধন্য নট ও নাট্যকার গিরিশকেই মূলতঃ লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন। সংক্ষেপে বলা যায় গ্রন্থখানা গিরিশ জীবনের খণ্ডাংশ।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থে বাংলাদেশের বহু নট, নটী, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ আজও যে মঞ্চের যবনিকা অন্তরালে একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আসীন তার একটি ধারাবাহিক, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করেছেন। এ কাজ একান্তভাবেই শ্রমসাধ্য ; গবেষকের নিষ্ঠা এবং ভক্তের সাধনা নিয়েই তিনি এ গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছেন বলেই আমার ধারণা।

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাটকগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর 'বিল্বমঙ্গল,' 'নসীরাম,' 'করমেতিবাঈ' নাটক প্রসঙ্গে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব নয়, তাঁর মুখের বাণীকেই বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে গিরিশচন্দ্র প্রকাশ ও প্রচার করেছেন। এ সম্পর্কে নট ও ব্যক্তি গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত।

এ গ্রন্থের মূল বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক চিন্তাধারা যা আমি অনুধাবন করেছি তা হচ্ছে তৎকালীন অবহেলিত মঞ্চের নটনটীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দানে রামকৃষ্ণের প্রয়াস। কারণ তাঁর মতে নাটক সমাজসেবা, মানবকল্যাণের বাহন। অন্যপক্ষে তিনি পতিত-পাবন শুধু ন'ন পতিতাপাবনও। আজ অভিনেতা অভিনেত্রীরা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার শুধু নয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গৌরবজনক প্রশংসাসূচক সম্মানে ভূষিত হয়ে থাকেন। অর্ধশতাব্দী পূর্বে এ ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আমেরিকা গমন ও তার ফলাফলের কথা অনেকেই জানেন। বিশেষতঃ অভিনেত্রীরা সমাজে শুধু ব্রাত্যই ছিলেন না, ছিলেন অপাংক্তেয়, ক্ষেত্র বিশেষে অস্পৃশ্য। রামকৃষ্ণ মানুষের ভেতর স্রষ্টাকে উপলব্ধি করেছেন এবং মঞ্চের জগতে যাঁরা এসেছেন তাঁরা নিষ্ঠা নিয়ে মানব কল্যাণসাধন করে চলেছেন। অতএব ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা একান্তভাবে শ্রদ্ধার পাত্র-পাত্রী। ভাবতে বিস্ময় লাগে অভিনেত্রীদেরকে প্রদত্ত এ সম্মানের জন্য তৎকালীন নারী-প্রগতির পুরোধা ও নারীকল্যাণ হোতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। এ গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।

গ্রন্থখানা মোট একাদশ অধ্যায়ে রচিত। প্রথম অধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ : শিল্পী ও নাট্যরসিক ; দ্বিতীয় অধ্যায়—গিরিশ সংবাদ ; তৃতীয় অধ্যায়—মঞ্চের রাজা ও মঞ্চের দেবতা ; চতুর্থ অধ্যায়—মঞ্চ পৃষ্ঠ-পোষক রামকৃষ্ণ : প্রতিক্রিয়া ; পঞ্চম অধ্যায়—রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় ও রঙ্গমঞ্চ ; ষষ্ঠ অধ্যায়—গিরিশচন্দ্রের নাটকে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চরিত-চিত্র ; সপ্তম অধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে ও নাটকে : অমৃতলাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ; অষ্টম অধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে ও নাটকে : অমরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন, হারাণচন্দ্র ; নবম অধ্যায়—রামকৃষ্ণ নাটক প্রবাহ ; দশম অধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শিল্পীজগৎ ; একাদশ অধ্যায়—কস্যৈ দেবায়।

উপরোক্ত অধ্যায়গুলির শিরোনামা থেকে আমরা মোটামুটিভাবে সমগ্র গ্রন্থের বিষয় বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হই। এটা লক্ষ্যের বিষয় গিরিশকে কেন্দ্র করে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণের পর পরবর্তীকালে সকল উল্লেখযোগ্য নাট্যকারই তাঁর আত্মিক প্রেরণা ও জীবনাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হয়েছেন। অপর দিকে আজও শুধু কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে, সঙ্গীত সাধনায় এবং চলচ্চিত্র জগতেও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিভরে পূজিত। অধিকাংশ অভিনেতা, অভিনেত্রীই মঞ্চে প্রবেশের পূর্বে ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে শুভেচ্ছা প্রার্থনা করেন। এ প্রণতি ধর্মগুরুর উদ্দেশ্যে নয়। কারণ স্বরূপ শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বলেছেন, "তখনকার দিনে নটনটীদের সমাজে স্থান ছিল না, এখন নটনটীরা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাচ্ছেন, জনসাধারণের কাছ থেকে মর্যাদাও পাচ্ছেন। তখনকার দিনে তা ছিল না। তাঁরা ছিলেন অবজ্ঞাত। লোকে রঙ্গালয়ে গিয়ে হাততালি দিত, কিছু প্রশংসাও করতো, কিন্তু দু' একটি ইংরেজি কাগজে একটু আধটু মন্তব্য ছাড়া অন্য কাগজে সমালোচনা পর্যন্ত প্রকাশিত হতো না। সেই অবজ্ঞাত অভিনেতৃকুলকে প্রথম সম্মান দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর যখন প্রথম থিয়েটার দেখতে যান, তখন ছ্যুৎমার্গী উচ্চ সম্প্রদায়ের লোকেরা চমকে উঠেছিল। থিয়েটারের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন গিরিশচন্দ্রও। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "তুই খুব ভাল কাজ করছিস। ওতে লোকশিক্ষা হচ্ছে। তারপর থেকেই সকল অভিনেতা অভিনেত্রী তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছে—তাঁকে রঙ্গমঞ্চে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে" (পৃ. ২৫৫, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জবানবন্দী তাং ২৮।৫।৭৪)। এ কালের একান্ত জনপ্রিয় পর্দা ও মঞ্চনায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "শিশিরকুমার ভাদুড়ী মনে করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটারে আসার ফলে বাঙ্গালী সমাজে তখন থিয়েটার সম্পর্কে যে অনীহা ছিল তা থেকে থিয়েটার মুক্তি পেয়েছিল। থিয়েটারকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠার মূলে শ্রীরামকৃষ্ণের দান অবশ্যই আছে" (পৃ. ২৫৬, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জবানবন্দী তাং ১০।৭।৭৬)। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কারণ তিনি নিজে অনেক সময় বিদ্রূপ করে বলতেন, 'বামুনের ছেলে যেদিন থেকে নটবৃত্তি নিয়েছে সেদিন থেকেই তো সমাজে ব্রাত্য হয়েছে'।

এ গ্রন্থে এ ধরনের প্রচুর তথ্যনিষ্ঠ উপাদান আছে। আজকের দিনের হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতামুঙ্গেশকর, সুচিত্রা সেন পর্যন্ত এই ভক্তকুলের সদস্য।

বহু অমূল্য তথ্য সন্নিবেশে গ্রন্থখানা বঙ্গরঙ্গালয়মোদী শুধু নয়, বঙ্গসাহিত্য রসিক এবং গবেষকদের কাছেও যথেষ্ট মূল্য ও মর্যাদা পাবে।

গ্রন্থখানার ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। এ রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা যায় গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ রস বিতরণের প্রভাবটুকুকে আত্মস্থ করে লেখনীকে

অনায়াসগতি করেছেন। অবশ্য গ্রন্থখানা সম্পর্কে একটি মন্তব্য না করলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে তা হচ্ছে লেখক স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত। এ কারণে কোনও কোনও স্থলে আবেগ প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ নিঃসন্দেহে গ্রন্থখানা একটি বিশেষ যুগের সামাজিক ইতিহাস। অতএব ঐতিহাসিকের নৈর্ব্যক্তিকতা পাঠকেরা দাবি করতে পারেন। তবে আমার মতে ঐ ভক্তিপ্লুত হৃদয় না থাকলে গ্রন্থখানা এতো বেশী সুখ পাঠ্য হতো না, সুতরাং আবেগ তাড়না যদি এ গ্রন্থের সামান্যতম ত্রুটি হয় তবে ভক্তিপ্রাবল্য নিঃসন্দেহে একে সহৃদয়হৃদয়সংবাদী করেছে।

নিজ গুণে গ্রন্থখানা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে এ বিশ্বাস আমার আছে। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে এ গ্রন্থখানা একটি মূল্যবান দলিলরূপে গৃহীত হবে।

বাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার ।। সনাতন গোস্বামী, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা। প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৯। প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৭৭ ; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৯১ ; মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র।

লেখক গ্রন্থখানা উৎসর্গ করেছেন তাঁর শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় সাধনকুমার ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এ গ্রন্থের মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সংযোজনে।

এ পর্যন্ত একাঙ্ক নাটক সম্পর্কিত আলোচনা তৃতীয় ও পঞ্চমাঙ্ক নাটকের সূত্রেই আমরা পেয়েছি। শ্রীমন্মথ রায়ের রচনাকে উপলক্ষ্য করে একাঙ্ক নাটকের বেশ একটি প্রাণবন্ত আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকায়' নাট্যকার মন্মথ রায়ের (তাঁর নিজের লেখা প্রথম একাঙ্ক নাটক সম্পর্কে) একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সনাতন গোস্বামী পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী লেখক। তাঁর বর্তমান গ্রন্থ 'বাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার' একটি শ্রমসাধ্য সঙ্কলন এবং বাংলা নাট্যসাহিত্য ক্ষেত্রে মূল্যবান সংযোজন। 'সঙ্কলন' শব্দটি আমি ইচ্ছে করেই প্রয়োগ করছি কারণ প্রখ্যাত, বিখ্যাত, অর্ধখ্যাত এবং অল্পখ্যাত কোনও একাঙ্কিকা রচয়িতাই তাঁর তীক্ষ্ণ হিসেবী দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি। ফলে আমরা যেমন সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেয়ে লাভবান হয়েছি তেমনি সকলের বৈশিষ্ট্য ও রূপদক্ষতা সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ লেখক পাননি। গ্রন্থের কলেবরের কথা স্মরণ করে নাট্যকারদের অবদানের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করেই বিস্তৃততর আলোচনার সূত্রপাত তিনি করতে পারেননি। ফলে স্বল্প পরিচিতের নামোল্লেখ যেমন আছে, বহুল পরিচিত তেমনি অধিকতর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাছাড়া বহু একাঙ্কিকা লেখকের পূর্ণ প্রতিভা বিকাশের পথ এখনও উন্মুক্ত এবং তাদের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য আরও অপেক্ষার প্রয়োজন। তাই প্রবীণ এবং প্রাচীন লেখকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করা যায়, আধুনিক এবং অতি আধুনিকদের সম্পর্কে তেমন দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর নয়। সনাতন গোস্বামী অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রয়েছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে তিনি খ্যাতিমান পণ্ডিত।

'বাংলা একাঙ্ক নাটক : রূপ ও রূপকার গ্রন্থ' বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ এবং পথিকৃৎ চিন্তার ফসল। অবশ্য এখানে রূপ অপেক্ষা রূপকারের প্রাধান্যই গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যৎ গবেষকেরা নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হবেন, কারণ বহু একাঙ্কিকা রচয়িতা এবং তাঁদের সৃষ্টির পরিচয় এখানে বিদ্যমান।

আশা করা যায় পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশকালে আরও তরুণ নাট্যকার এ গ্রন্থে স্থান পাবেন এবং বর্তমান তরুণ রূপকারদের রূপবৈশিষ্ট্য অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে। এ গ্রন্থে অধ্যাপক গ্রন্থকার সকলের প্রতি সম সহানুভূতি সম্পন্ন। এ দৃষ্টি অধ্যাপকের, সমালোচকের নয়। নাট্যসাহিত্য অনুরাগীদের কাছে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সমাদৃত হবে।

কবি ভারতচন্দ্র ।। সনাতন গোস্বামী। প্রকাশক : এ. কে. সরকার এ্যাণ্ড কোং, ১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৩৩ ; মূল্য : দশ টাকা মাত্র।

লেখক গ্রন্থখানা উৎসর্গ করেছেন তাঁর শিক্ষাগুরু এবং আলোচ্য বিষয়ে একজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যকে। গ্রন্থখানার মূল্য বর্ধিত হয়েছে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্রের ভূমিকা সংযোজনে।

কবি ভারতচন্দ্র সম্পর্কে ইতিপূর্বে, দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত নানাবিধ আলোচনা নানা সূত্রে ও ক্ষেত্রে হয়েছে। বিশেষতঃ মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা সকলেই এই বিখ্যাত কবি, রূপকার ও ছান্দসিক সম্পর্কে নানাবিধ মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। তথাপি অধ্যাপক সনাতন গোস্বামী নব প্রচেষ্টায় এ গ্রন্থ রচনায় কেন প্রবৃত্ত হলেন এ প্রশ্নের জবাবই এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ্রন্থকারের ভাষায়, "প্রবল আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ববোধ, মানবজীবনোৎসুকতার অনুভূতি, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্ম রস রসিকতা মণ্ডননৈপুণ্য ইত্যাদির কারণে ভারতচন্দ্রের কবি প্রতিভা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আবার তাঁর কাব্যের মত তাঁর জীবনকথাও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘন তামাসাচ্ছন্ন পরিবেশে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব—একদিকে যুগ প্রয়োজনে, অন্যদিকে নতুনের পথ নির্ণয়ে এক স্বতন্ত্র মাইল টেনে। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্যকে বুঝতে গেলে প্রথমে বুঝতে হবে এই যুগকে, জীবনকে। আর তারই প্রেক্ষাপটে কবি সার্বভৌম ভারতচন্দ্রের আত্মার স্বরূপটির উন্মোচিত শতদল পাপড়ির সৌন্দর্য বিকাশ স্পষ্ট প্রতিফলিত হবে।"

কিন্তু সত্যই কি ভারতচন্দ্রের প্রকৃত মনমানস ঐ বিশেষ যুগের পটভূমিকায় প্রতিফলিত হয়েছে? গ্রন্থকার নিজেই উত্তর দিয়েছেন, "আপোষ বিরোধী কবি ভারতচন্দ্র আপোষের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে চলতে চলতে হোঁচট খেয়েছেন ; ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হৃদয় জ্বালা নিয়ে হয়ত নীরবেই অশ্রু বিসর্জন করেছেন অথবা তির্যক ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে ব্যথার রক্তকমলের গাঢ়তাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও মার্জিত বুদ্ধির অধিকারী ভারতচন্দ্র রাজসভার আলোকজ্জ্বল বর্ণ-বৈভবের অন্তরালে অন্তঃসার-শূন্যতাকে লক্ষ্য করেছিলেন ; ভোগপঙ্কিল ষড়যন্ত্র মুখর জীবনের শূন্যগর্ভ অহমিকাকে সে কারণেই তিনি ব্যঙ্গের তুড়ি দিয়ে হালকা চালে পরিবেশন করতে পেরেছিলেন।"

এ গ্রন্থে লেখকের মৌলিক অবদান ভারতচন্দ্রের কালের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তাঁর মানস বিশ্লেষণ। আমাদের বহুদিনের একটি জিজ্ঞাসার উত্তর এ গ্রন্থে অধ্যাপক গোস্বামী দিয়েছেন। প্রশ্ন ছিল পলাশীর যুদ্ধের পর মৃত্যু বরণ করা সত্ত্বেও এমন

প্রতিভাধর কবি বাংলার ভাগ্য বিপর্যয়কে তাঁর কাব্য থেকে কেমন করে দূরে রেখে-ছিলেন? মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে কবির মৃত্যু হয় এবং পলাশীর যুদ্ধের পর যৌবনদীপ্ত শক্তি নিয়ে তিনি তিন বছরকাল বেঁচে ছিলেন। সুতরাং পলাশী যুদ্ধ বিষয়ক মহাকাব্য তো আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাশা করেছিলাম। জীবনের গহন, গভীর এমন বিপর্যয়কে পাশ কাটিয়ে হীরা মালিনীতে আসক্তি নিয়ে নিজের প্রতিভাকে তিনি কেন নিঃশেষ করলেন?

সামগ্রিকভাবে তৎকালীন ঐতিহাসিক পটভূমিকা পর্যালোচনা করে লেখক বলেছেন, "ভারতচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পর তিরোহিত হন—সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের অন্যতম যোগাযোগকারী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তিনি ছিলেন সভাকবি—অন্তরঙ্গ জন। রাজসভার সান্নিধ্যে থেকেও প্রত্যক্ষদর্শী কবি ভারতচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে একটি পংক্তিও রচনা করেননি। নবাব আলীবর্দীর মসনদ দখল, বর্গীর আক্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর রচনায় উল্লেখ থাকলেও ইতিহাসের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। আশ্রয়দাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তদীয় পূর্ব-পুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মহিমাখ্যাপন, নবাব আলীবর্দীর প্রতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাগ প্রকাশই উদ্দেশ্য ছিল। ফলে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মোহমুক্ত কবি ভারতচন্দ্রও করতে পারেননি।"

লেখকের এ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ একান্তই মূল্যবান। সংস্কৃত ও পারসিক ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেও কেন ভারতচন্দ্রকে 'রাজভাঁড়' হতে হয়েছিল তার কারণ আমরা অনুধাবন করতে পারি। বাংলার নবাব ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের শত্রু তাই ইংরাজ বিজয়ের বিরুদ্ধে একান্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ভারতচন্দ্রকেও মূক বধিরের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এ কারণে জাতীয় বীর সিরাজউদ্‌দৌলা নির্বাসিত হলেন তাঁর কাব্য-জগৎ থেকে; আর মীরজাফররূপী ভবানন্দ হলেন কাব্যের নায়ক। এ গ্রন্থের এই অংশটিই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও একান্তভাবে মূল্যবান।

বাংলা সাহিত্যানুরাগী পাঠক ও উচ্চতর অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা এ গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হবেন আমি এ আশা পোষণ করি।

নীলিমা ইব্রাহিম